21785 - আশুরার দিনের সাথে নয় তারিখে রোযা রাখাও মুস্তাহাব

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি এ বছর আশুরার রোযা রাখতে চাই। কিছু লোক আমাকে জানিয়েছেন যে, সুন্নত হচ্ছে- আশুরার সাথে এর আগের দিন (৯ তারিখ)ও রোযা রাখা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন কোন দিক নির্দেশনা এসেছে কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার রোযা রাখলেন এবং রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন তখন সাহাবীরা বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এই দিনকে তো ইহুদী-নাসারারা মর্যাদা দিয়ে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: ইন্শাআল্লাহ্; আগামী বছর আমরা ৯ তারিখেও রোযা রাখব। তিনি বলেন: আগামী বছর আসার আগেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা গেলেন।”[সহিহ মুসলিম (১৯১৬)]

ইমাম শাফেয়ি ও তাঁর অনুসারীরা, ইমাম আহমাদ, ইমাম ইসহাক প্রমুখ আলেমগণ বলেন: ৯ তারিখ ও ১০ তারিখ উভয় দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১০ তারিখে রোযা রেখেছেন এবং ৯ তারিখে রোযা রাখার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন।

এ আলোচনার প্রেক্ষিতে: আশুরার রোযা রাখার একাধিক স্তর রয়েছে। সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে- শুধু ১০ তারিখে রোযা রাখা। এর উপরের স্তর হচ্ছে- ৯ তারিখের সাথে অন্য একদিনও রোযা রাখা। আর মুহররম মাসে যতবেশি রোযা রাখা যায় তত উত্তম ও ভাল।

যদি কেউ বলেন যে, ১০ তারিখের সাথে ৯ তারিখ রোযা রাখার গূঢ় রহস্য কী?

জবাব হচ্ছে-

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন: আমাদের মাযহাবের আলেমগণ ও অন্যান্য আলেমগণ ৯ তারিখে রোযা রাখার গূঢ় রহস্য সম্পর্কিত

কয়কেটি দকি উল্লখে করছেনে:

১. এর পছিনে উদ্দশ্যে হচ্ছ- ইহুদীদরে সাথে পার্থক্য তরৈী করা। যহেতেু তারা শুধু ১০ তারখিে রোযা রাখ।ে এটি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থকেে বর্ণতি।

২. আশুরার দনিরে সাথে আরও একটি রোযোকে মলিানো। যমেনটি এককভাবে শুধু জুমার দনি রোযা রাখা থকেে নষিধে করা হয়ছে।

৩। দশ তারখিরে রোযাটরি ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা এই আশংকায় য,ে চাঁদরে হসিাবে কমতি হতে পার,ে ভুল হতে পার।ে তখন হসিাবে যদেনিই ৯ তারখি বাস্তবে সইে দনি ১০ তারখি হব।ে[সমাপ্ত]

উল্লখেতি এ দকিগুলোর মধ্যে আহলে কতিাবদরে সাথে পার্থক্য তরৈী করা এটি সবচয়েে মজবুত। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা (রাঃ) বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনকে হাদসিে আহলে কতিাবদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা থকেে বারণ করছেনে। যমেন, আশুরার ব্যাপারে তাঁর বাণী: "যদি আমি আগামী বছর বাঁচি তাহলে অবশ্যই ৯ তারখিে রোযা রাখব।"[আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা; খণ্ড-০৫]

ইবনে হাজার (রহঃ) "যদি আমি আগামী বছর বাঁচি তাহলে অবশ্যই ৯ তারখিে রোযা রাখব।" এই হাদসিরে উপর আলোচনা করতে গয়িে বলনে:

তনিি য,ে ৯ তারখিে রোযা রাখার ইচ্ছা ব্যক্ত করছেনে এর ব্যাখ্যা হচ্ছ- শুধু ৯ তারখিে রোযা রাখা নয়; বরং ১০ তারখিরে সাথে ৯ তারখিওে রোযা রাখা; সতর্কতামূলক কংিবা ইহুদ-িনাসারাদরে বরিুদ্ধাচারণমূলক। শষেোক্ত কারণটি অগ্রগণ্য। সহহি মুসলমিরে কছিু রওেয়ায়তে থকেে এই ইঙ্গতি পাওয়া যায়।[ফাতহুল বারী (৪/২৪৫)]